তারিখ ০৭ SEP ২০১৬
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

দৈনিক
আমাদের সময়

শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানি

আহসানউল্লাহর সেই শিক্ষকের বিচার শুরু হচ্ছে শিগগির

আদালত প্রতিবেদক

আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহফুজুর রশিদ ফেরদৌসের বিচার শুরু হচ্ছে শিগগির। ছাত্রীদের ওপর যৌন হয়রানির অভিযোগে তার বিরুদ্ধে গত ৪ মে রাতে শিক্ষার্থী আসাদ্‌দৌলাহ আল সায়েম একটি মামলা করেন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১০ ধারায় করা মামলাটিতে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। এখন তা বিচার শুরুর জন্য মামলাটি রয়েছে ঢাকার ২ নম্বর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে।

ভুক্তভোগী এসব শিক্ষার্থীকে আইনি সহায়তা দিচ্ছে মহিলা আইনজীবী সমিতি। এ সংস্থার আইনজীবী ফাহমিদা আক্তার জানান, গতকাল মঙ্গলবার ওই ট্রাইব্যুনালে মামলাটির প্রথম শুনানির দিন ধার্য ছিল। বিচারক মোহাম্মাদ সফিউল আজম আসামির বিরুদ্ধে দাখিলকৃত চার্জশিট গ্রহণ করে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর চার্জ গঠনের শুনানির দিন নির্ধারণ করেন।

গত ৩০ জুলাই অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন নারী সহায়তা ও তদন্ত বিভাগে কর্মরত পুলিশের এসআই আফরোজ আইরীন কলি। ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯-এর ৪(খ) ধারায় শিক্ষার্থীদের ধর্ষণের চেষ্টা ও ১০ ধারায় যৌন নিপীড়নের অভিযোগে এবং ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮ ধারা ও ১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইনের ৯(খ) ধারায় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় চার্জশিটটি দাখিল করা হয়।

মামলা হওয়ার পর ৪ মে রাতেই মাহফুজুর রহমানকে নিজ বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ৫ মে তার দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। রিমান্ড শেষে ৭ মে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন তিনি। একই দিন যৌন নির্যাতনের শিকার ৫ শিক্ষার্থীও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দেন।

উল্লেখ্য, গত ৩০ এপ্রিল শিক্ষক মাহফুজুরের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলে ক্লাস বর্জন করে আন্দোলন শুরু করেন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈঠকে বসে অভিযুক্ত শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে চার দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন শিক্ষার্থীরা।